ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১২ ● কলকাতা ● ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০২ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

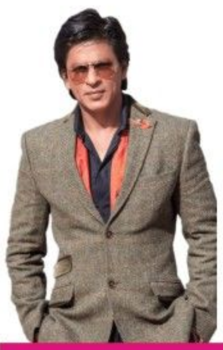

যে ছবি দিয়ে অভিষেক হয়েছিল শাহরুখের — পৃঃ ৫

১০০ ক্লাবের জালে মেসির গোল — পৃঃ ৬

বিধানসভায় সরকারকে
আবার প্রশ্ন ডেবরার হুমায়ুনের

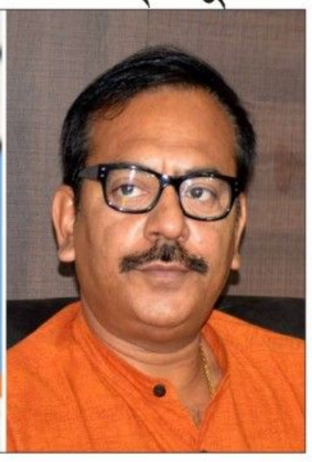

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় আবার সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এ বার তিনি জানতে চাইলেন, রাজ্যের শিক্ষা নীতি নিয়ে। কিন্তু আগের দিনের মতো হুমায়ুনের প্রশ্নে দলের বিধায়কদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি হল না। কোনও অস্বস্তিও লক্ষ করা গেল না। উল্টে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেখা গেল আসন ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে হাত মেলাতে!তবে একই সঙ্গে ডেবরার বিধায়কের প্রশ্নের জবাবও দেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য। বিধায়কের প্রথম প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি রাজ্য সরকার গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে। একটা ছোট অংশ শুধুমাত্র ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স। আমরা শুধু সেটাই গ্রহণ করেছি। জোর করে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স রেখে দিলে সমস্যায় পড়তে হত ছাত্র-ছাত্রীদের। যে হেতু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হয়ে গিয়েছে, তাই সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা হত। বামফ্রন্ট সরকারের মতো জোর করে ইংরেজি তুলে দেওয়া অথবা ব্রিজ কোর্স চালু করে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যায় ফেলতে চাইনি। তাই আমরা চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করেছি।"

অন্য দিকে, বেথুন-সহ অন্যান্য কলেজে কেন্দ্রীয় নীতিতে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় ঘোষণা!
২৪-এর লোকসভার আগে মাস্টারস্ট্রোক মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : য়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় চলছে রাজ্যে, তারই মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বড়ো ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের জন্য সুখবর দিয়ে জানিয়ে দিলেন, শীঘ্রই শিক্ষক নিয়োগ শুরু হবে। মঙ্গলবার নবান্নে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই নিয়োগ-বার্তা মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিধানসভায় জানিয়েছিলেন, সাঁওতালি ভাষার ৮৪৪টি শিক্ষক নিয়োগের পদ পূরণ হবে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই ১৯৮টি রাজবংশী মাধ্যম স্কুল রাজ্য সরকারের অধীনে পঠন-পাঠন শুরু করবে। ৭০০টি মাদ্রাসাকেও শীঘ্রই অনুমোদন দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম ও উত্তর ২৪ পরগনা- এই পাঁচ জেলায় অনুমোদনহীন মাদ্রাসা ছিল।২০২৪ সালের লোকসভার ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই জঙ্গলমহলের জন্য একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী মাস্টারস্ট্রোক দিয়ে দিলেন।সাঁওতালি মাধ্যম নিয়ে স্কুল চালুর পাশাপাশি বিএড কলেজেও সাঁওতালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোইমতো ঝাড়খণ্ডের সরকারি বিএড কলেজে সাঁওতালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সাওঁতালি ভাষায় শিক্ষক নিয়োগেও গতি বাড়ানো হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর নবান্নের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৮৪৪টি

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতায় কাকে আড়াই কোটির ফ্ল্যাট
'উপহার' দিয়েছিল 'কালীঘাটের কাকু'? সব ফাঁস করল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতবছর থেকে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য। শিক্ষক কেলেঙ্কারির অভিযোগে মন্ত্রী, শাসকদলের নেতা, শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলবন্দি রয়েছেন কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এই কাকুর গ্রেফতারির পর ৯০ ডিগ্রি কোণে ঘুরে গিয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা।কাকুর সঙ্গে ঘুরপথে উঠে এসেছে মানিক যোগও। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, ২০১২ ও ২০১৪ সালের ৩২৫ জন টেট পরীক্ষার্থীর চাকরি করে দেবেন বলে কুন্তল ঘোষকে কথা দেন কালীঘাটের কাকু। তার বিনিময়ে ৭০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন 'কাকু'। তার থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও টাকা যায় বলে দাবি। অন্যদিকে এই ৩২৫ চাকরি প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড সহ নামের তালিকাও মানিক ভট্টাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি ইডির। সব সূত্রের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গোয়েন্দারা।একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে। এরই মধ্যে এবার নয়া তথ্য জুড়লো এই মামলায়।

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

ফের 'তারিখ' উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি!

মমতা সরকারকে নিশানা শুভেন্দু অধিকারীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজ্য সরকারকে চরম কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার একের পর এক আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, "আপনার সরকারের আমলে বাজার দর বাড়ছে। আপনি প্রাণী সম্পদে কোনও ডাক্তার নিয়োগ করেননি।বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা বলেন, "১৫ অগাস্টের পর আরও তথ্য নিয়ে সামনে আসব। ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। জেনুইন এস সি, ওবিসি-কে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। ৭৮ জনের সার্টিফিকেট বাতিল করলে হবে না। বিডিও-এসডিওদের সাসপেন্ড করলে হবে না। গ্রেফতারের দাবি করছি। অর্থনৈতিকভাবে যত টাকা বেতন আকারে তুলেছেন তাঁরা, সেটা ফেরত দিতে বলছি।"

তাঁর আরও অভিযোগ, আংশিক এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা এখন খেতে পারছেন না। আমি বিধানসভায় বলেছি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। বাজার অগ্নিমূল্য, চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কোন নিয়োগ করছে না। যত রিক্রুটমেন্ট বোর্ড রয়েছে সব রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে অচল করে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।"হেলথ সেক্টর চালাচ্ছেন আশা কর্মীরা।" একইসঙ্গে রাজ্যের বেকারত্ব নিয়েও সোচ্চার হন শুভেন্দু।

বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু বলেন, "বাংলায় দু কোটি বেকার কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। অমানবিক, বর্বর, অহংকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সমস্ত শূন্য পদে ৬ মাসে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবি রাখছি। আমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনে আর টি আই করে জানতে চেয়েছিলাম, কাস্ট রিজার্ভ আসনে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, সেই তালিকা চেয়েছিলাম। ভুয়ো সার্টিফিকেট আমরা পেয়েছি। আমার ধারণা, ওবিসি-র ক্ষেত্রে যে তথ্য পেয়েছি, সেটার অধিকাংশই ভুয়ো।"

পারসিসটেন্ট কলকাতায় নতুন সেন্টার

অফ এক্সিলেন্সের উদ্বোধন করলো

পূর্ব ভারতে আরো জোরদার হল উপস্থিতি

অগাস্ট ১, ২০২৩, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গ্লোবাল ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং লিডার, পারসিসটেন্ট সিস্টেমস (বিএসই ও এনএসই: পারসিসটেন্ট), আজ কলকাতায় তাদের নতুন অফিস উদ্বোধন করলো । কলকাতার প্রধান আইটি হাব, সল্টলেক সেক্টর -ফাইভে, অবস্থিত এই ২৫০-সিটের অফিসটি পারসিসটেন্ট-এর নতুন দ্রুত বর্ধনশীল গ্লোবাল ডেলিভারি নেটওয়ার্কের নবীনতম সংযোজন। এই নতুন সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (CoE) উদীয়মান প্রযুক্তির এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং- এর মাধ্যমে সমস্ত ডিজিটাল শিল্প জুড়ে ক্লায়েন্টদের ডিজিটাল অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর- পূর্ব ভারত এর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রতিভাকে আকর্ষণ করতে সাহায্যে করবে।

ডঃ আনন্দ দেশপান্ডে, প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পারসিসটেন্ট, কর্মচারীদের উপস্থিতিতে নতুন অত্যাধুনিক সুবিধার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ দেশপান্ডে বলেন, "কলকাতা ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং এটি দ্রুততম ক্রমবর্ধমান আইটি কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। কলকাতাকে আমাদের বর্তমান গ্লোবাল ট্যালেন্ট হটস্পট নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। প্রিমিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমে এই নতুন অবস্থানটি শীর্ষ প্রতিভাকে আকৃষ্ট করবে এবং এই অঞ্চলে আমাদের বর্তমান সদস্যদের অফিস থেকে কাজ করার সুযোগ দেবে, যার ফলে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে।"

পারসিসটেন্ট-এর নতুন সেন্টার অফ এক্সিলেন্স তাদের কর্মীদের কর্মজীবনে অগ্রসর করবার সাথে সাথে অত্যাধুনিক সফটওয়্যার প্রোডাক্ট এবং ডিজিটাল সম্পদ বিকাশে অংশ নেওয়ার সুযোগ করিয়ে দেবে। এই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স পারসিসটেন্ট-এর ক্লায়েন্টদের উদীয়মান প্রযুক্তিকে অন্যতম ভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে এবং সাথে সাথে বৃহত্তর মান অর্জন করতে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে থাকতে সক্ষম করবে।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হলো দমকলকর্মীর,

ঘটনায় জখম হয়েছে আরো ৭

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : পিক-আপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল দমকলকর্মী কর্মীর। পিক-আপ ভ্যান উল্টে জখম হয়েছেন ৭ শ্রমিক। মালদহের চাঁচলের ভাগভাদো এলাকায় ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসে মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম মৈনাক ঘোষ(৫৭)। বাড়ি মালদহ শহরে। চাঁচল দমকল কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। এদিন স্কুটিতে করে চাঁচলে আসছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের তালসুর থেকে মাখনা শ্রমিকদের নিয়ে শ্রীপুরে যাচ্ছিল পিক-আপ ভ্যানটি। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে স্কুটিতে ধাক্কা মেরে পিক-আপ ভ্যানটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই দমকলকর্মী মারা যান। আহত হন পিক-আপ ভ্যানের ৭ শ্রমিক। তাদের সামসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মালদার পাকুয়াহাটের ঘটনার তদন্ত আসলেন

জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল

মালদা: নিউজ সারাদিন : দুই নির্যাতিতা মহিলার সাথে দেখা করতে মঙ্গলবার মালদায় এলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল।প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। বন্দে ভারত ট্রেনে করে আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মালদায় এসে পৌঁছান জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল। এরপর তারা সোজা চলে আসেন মালদা সার্কিট হাউসে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর মানিকচকের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। মালদার মানিকচকের দুই নির্যাতিতার সাথে দেখা করবেন তারা। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানান, এই বিষয়ে এখনই তিনি কিছু বলবেন না। মালদা ২ নির্যাতিত মহিলার সাথে দেখা করতে আজ মালদায় এসেছেন তারা। যেভাবে তাদের বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছে, খুব লজ্জা জনক ঘটনা। এই দুই নির্যাতিতা মহিলার সাথে দেখা করার পর পুলিশ সুপারের সাথেও দেখা করবেন তারা।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ইন্ডিয়া'র অনুরোধ উড়িয়ে মোদীর সঙ্গে

এক মঞ্চে এনসিপি প্রধান শরদ, শুনলেন সাভারকর-স্তুতিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি-বিরোধী জোটের নেতাদের 'পরামর্শ' উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মঞ্চে উঠলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। মঙ্গলবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলকের ১০৩তম প্রয়াণবার্ষিকীতে পুণায় তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কারে সম্মানিত করা হল মোদীকে। সম্মাননা জানালেন প্রধান অতিথি শরদ।বস্তুত, এর পরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শরদ হাজির থাকতে চলেছেন মোদীর মঞ্চে। শরদের উপস্থিতিতেই মোদী মঙ্গলবার বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে মরাঠা নেতাদের মধ্যে লোকমান্য তিলকের নবীন প্রতিভা খুঁজে বার করার অভাবনীয় দক্ষতা ছিল। একই দক্ষতা ছিল বীর সাভারকরের।'' সর্দার বল্লভভাই পটেলও লোকমান্য তিলকের বক্তৃতার অনুরাগী ছিলেন বলে দাবি করেন মোদী।চলতি মাসেই মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে বসতে চলেছে বিরোধী জোটের তৃতীয় বৈঠক। উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'ইন্ডিয়া'র শরিক শিবসেনা (উদ্ধব) এবং কংগ্রেসের পাশাপাশি, রয়েছে শরদ পওয়ারপন্থী এনসিপি-ও। কিন্তু ওই বৈঠকের কয়েক সপ্তাহ আগে পুণেয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর মঞ্চে শরদের উপস্থিতি বিরোধী জোটের অস্বস্তি বৃদ্ধি করল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের

এরপর ৩ পাতায়

আমতায় উদ্ধার হল সরাল

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : গ্রামীণ হাওড়া জেলায় একটি সরাল উদ্ধার করলেন পরিবেশ কর্মীরা।

গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা থানার গাজীপুরে পুকুরের উপর দেওয়া বেআইনি জালে একটি সরাল বা লেসার হুইস্লিং ডাক আটকে পড়ে। স্থানীয় যুবক অরুণ মন্ডল হাঁসটি উদ্ধার করে বাড়িতে আনে। ওই এলাকায় আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরতে যাওয়া ব্যবসায়ী মুন্না বসু হাঁসটি দেখে বুঝতে পারেন, এটি বুনো হাঁস। তিনি অরুণ মন্ডল কে বুঝিয়ে বলেন এটি বাড়িতে পোষার জন্য নয়। তিনি ' হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চ 'র পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক এর সাথে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়েই চিত্রক প্রামাণিক আর ও দুইজন পরিবেশ কর্মী সুমন্ত দাস ও ইমন ধাড়া -র সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সরালটি উদ্ধার করে। চিত্রক প্রামাণিক সরাল টি উদ্ধার করার পর জানালেন, ' সরালটির ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে।সুস্থ হলে সরালটিকে প্রকৃতিতে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই সরাল প্রজাতির হাঁস বাসা করে বৃক্ষ জাতীয় গাছের কোটরে। বর্তমানে পুরোনো গাছ কেটে দেওয়ার জন্য ও পুকুরে আধুনিক মাছ চাষের জন্য এইসব বুনো হাঁসের বংশবিস্তার ও আবাসস্থল গুরুতরভাবে নষ্ট হচ্ছে। এই বেআইনি জাল না খুললে এইসব পাখি অচিরেই হারিয়ে যাবে' ।

গত বছর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুরের দু ' টি জায়গা থেকে পরপর সরাল ও তার ছানাদের উদ্ধার করে তাদের প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার গ্রহন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

শ্রী মোদী পুণেতে আজ লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার গ্রহন করবেন। প্রধানমন্ত্রী পুণেতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ট্যুইট বার্তায় বলেন;

"লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ বার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাই। আজ আমি পুণেতে যাব। সেখানে আমি আজ লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার গ্রহন করবো। আমাদের ইতিহাসে এমন মহান ব্যক্তিত্বের কাজের সঙ্গে যুক্ত এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আমি কৃতজ্ঞ।"

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
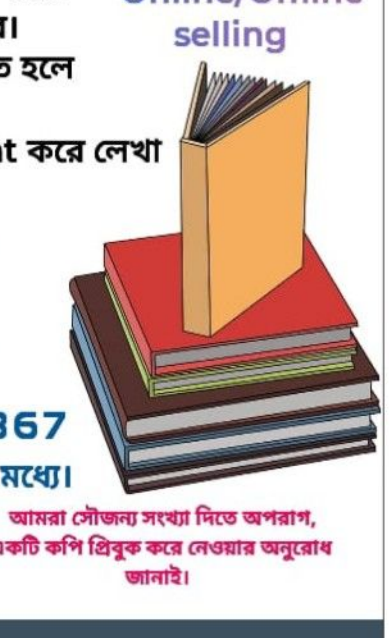
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

কলকাতায় কাকে আড়াই কোটির ফ্ল্যাট 'উপহার' দিয়েছিল 'কালীঘাটের কাকু'? সব ফাঁস করল ইডি

কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির দাবি, কলকাতার লি রোডে নিজের মেয়ে জামাইকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, এসডি কনসালট্যান্ট নামে এক সংস্থায় কাকুর অংশীদারি রয়েছে। অভিযোগ, সেই সংস্থা থেকে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিল লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসে। ইতিমধ্যেই কাকুর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক লেনদেন ইডির হাতে এসেছে। ইডি সূত্রে দাবি, ২০১৮ সাল থেকে সুজয়কৃষ্ণের আরও এক বেনামি সংস্থায় নগদে প্রায় ৯৮ লক্ষ টাকার মতো নগদ অর্থ জমা পড়েছে। এখানেই শেষ নয়! নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত হুগলীর যুবনেতা কুন্তল ঘোষণা ও প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথেও যে কাকুর যোগ স্পষ্ট সেই দাবিও করেছেন গোয়েন্দারা।

১-ম পাতার পর

বিধানসভায় সরকারকে আবার প্রশ্ন ডেবরার হুমায়ুনের

কাউন্সেলিং প্রসঙ্গে ব্রাত্য জানান, কলেজগুলো নিজেদের মতো ভর্তি করছে। কেন্দ্রীয় ভাবে ভর্তি করানো হয়নি।অথচ শুক্রবার একেবারে অন্য ছবি দেখেছিল বিধানসভা। সে দিনও প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুক্রবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডার নীতি নিয়ে। যার পর অরূপ-সহ দলের অন্য মন্ত্রীদের দেখা যায় বিধানসভার করিডোরে হুমায়ুনকে ঘিরে ধরতে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ডেবরার বিধায়ককে অরূপ বলেছিলেন, "তুমি এক জন শিক্ষিত মানুষ, আমাদের বিধায়ক, তুমি এই রকম একটা আলটপকা প্রশ্ন তুলে দিলে?" অবশ্য এ প্রশ্নের কারণও ছিল। এই ঘটনার কিছু দিন আগে আরও এক বার হুমায়ুনের কথায় অস্বস্তিতে পড়েছিল দল। তখন হুমায়ুন মন্তব্য করেছিলেন পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা নিয়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তপাত নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজের 'হতাশা' এবং 'লজ্জা'র কথা জানিয়েছিলেন ডেবরার বিধায়ক। স্বাভাবিক ভাবেই পর পর দু'বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিল তৃণমূলের দলীয় নেতৃত্ব। এমনকি, এর পরেই পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয় তৃণমূলের তরফে। সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে বিধানসভায় কী প্রশ্ন করবেন পরিষদীয় দলের সদস্যরা, তা আগে থেকে দেখে ঠিক করবে এই কমিটি। এর পরেই মঙ্গলবার আবার বিধানসভায় সরকারের শিক্ষা নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হুমায়ুন। যার জবাব দেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তার পরেই দেখা যায় ওই দৃশ্য। মন্ত্রী অরূপ এগিয়ে গিয়ে হাত মেলান হুমায়ুনের সঙ্গে। কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন হুমায়ুন? বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট দুটি প্রশ্ন করেছিলেন হুমায়ুন। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কার্যকর করা হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, তবে কী ভাবে করা হয়েছে? দ্বিতীয়ত, হুমায়ুন জানান, তিনি কাগজে পড়েছেন, রাজ্যে প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট' বেথুন-সহ একাধিক কলেজের আসন ফাঁকা রয়েছে। এটা কি কেন্দ্রীয় ভাবে কাউন্সিলিংয়ের জন্য হয়েছে? এই দুটি প্রশ্নই ছিল অনুমোদিত প্রশ্ন। শুক্রবারের মতো দলের সঙ্গে কথা না বলে হঠাৎ যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, তেমন নয়। অর্থাৎ, দলের সঙ্গে কথা বলেই ওই প্রশ্ন করেন হুমায়ুন। আর দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্যই সম্ভবত হুমায়ুনের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলান অরূপ।

১-ম পাতার পর

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় ঘোষণা! ২৪-এর লোকসভার আগে মাস্টারস্ট্রোক মমতার

অনুমোদিত পদে দ্রুত সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সাংওতালি ভাষা-সহ স্থানীয় ভাষাগুলিকে প্রচারের জন্য স্কুল শিক্ষা দফতর বেশ কিছু বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।নবান্নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতররে পক্ষ থেকে সাব রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নামে একটি শাখা খোলা হবে। যার মাধ্যমে সাওঁতালি ভাষাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রচার করা হবে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে ঝাড়গ্রামের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল ও হোস্টেল চালু করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, এই স্কুলগুলিতে পৃথকভাবে ইংরেজি বিভাগও রাখা হবে। সাধু চাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় সাঁওতালি বিভাগ তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হবে। সাঁওতালি নৃত্য ও সাঁওতালি মিউজিকের উপর সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে আরও জানানো হয়েছে, ঝাড়গ্রামে লালগড় কলেজে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্কের মতো বিষয় স্নাতকস্তরে চালু করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষা পাশাপাশি রাজবংশী ভাষাতেও স্কুল চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ১৯৮টি রাজবংশী মাধ্যম স্কুলকে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রিমার বয়স কি ৭৪? আমি ওঁর সন্তানসম কেন হব, আমারও ৫২ হয়ে গেল: শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আপনারা বসুন, আপনারা আমার সন্তানের মতো!' মঙ্গলবার বিধানসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এই কথা তিনি এমনিতেও নানা সময়ে বলে থাকেন, এদিন নতুন নয়। তবে এদিন তাঁর কথা শুনেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূলও। দলের তরফে বলা হয়, শুভেন্দু অধিকারী এভাবে না-ও বলতে পারতেন। চন্দ্রিমাদেবী স্নেহের বশেই এ কথা বলেছেন, সকলকেই বলেন। তা নিয়ে এই কড়া প্রতিক্রিয়ার দরকার ছিল না।

এদিন চন্দ্রিমার বক্তব্যের জন্য বিধানসভায় বরাদ্দ সময় ছিল ১৭ মিনিট। কিন্তু ২১ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি বলেই যাচ্ছিলেন। তাতেই মূলত আপত্তি জানান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পিকারকে বলেন, 'আমরা যখন বক্তৃতা দিই তখন সময় শেষ হলেই আপনি লালবাতি জ্বালিয়ে দেন। এখন উনি বলেই চলেছেন, আপনি থামাচ্ছেন না।' শুভেন্দুর এই কথার পরেই চন্দ্রিমা এদিন তাঁকে 'ছেলের মতো' বলে উল্লেখ করে বসতে বলেন। তার পরেই কড়া প্রতিক্রিয়া দেন শুভেন্দু।শুভেন্দু অধিকারী এদিন চন্দ্রিমার মন্তব্য নিয়ে বলেন, 'এখানে সারাক্ষণ তুইতোকারি চলছে। সবাই ওঁর সন্তান! ওঁর বয়স কত আমি জানি না। আমার বয়স ৫২। তাহলে মা হতে গেলে ১৮ যোগ হবে। তার পরে বিবাহ, সন্তান প্রসবের সময় ধরতে হবে। সব মিলে তাহলে তো ওঁর ৭৩-৭৪ বছর বয়স হবে!'

এদিন অধিবেশনে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরকারের আনা প্রস্তাবে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তৃতা করার কথা ছিল। সেই মতো তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন কক্ষের মধ্যে আপত্তি-প্রতিবাদ জানাতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা, যেমন হয়ে থাকে আর কী। সে সময়ে চন্দ্রিমা বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা বসুন। আপনারা আমার ছেলের মতো। বিধানসভায় এসেছেন, শিখুন কী করতে হয়।'ঠিক এমন করেই এদিন চন্দ্রিমা শুভেন্দু অধিকারীকেও বসতে বলেন। চন্দ্রিমার বক্তৃতার সময়ে শুভেন্দু অধিকারী বাধা দিতে গেলে তাঁর উদ্দেশে চন্দ্রিমা বলেন, আপনি বসুন, আপনি আমার ছেলের মতো।' এই কথাতেই শুভেন্দু কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। পরে বিধানসভার বাইরে চন্দ্রিমার বয়স নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু।

শুভেন্দু বোঝাতে চান, যে বিরোধী দলনেতার পদটিও সাংবিধানিক পদ। সংসদীয় গণতন্ত্রে এই পদের ওজন রয়েছে। তা ছাড়া প্রবাদই রয়েছে, আইনসভা হল বিরোধীদের। কারণ, সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন করার অধিকারকেই বড় করে দেখা হয়েছে বরাবর। কিন্তু বারবার 'সন্তানসম', 'ছেলের মতো' কথাগুলো বলে বিষয়কে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।শুভেন্দুর কথা শুনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বিধানসভার কক্ষের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, 'উনি কুসন্তান হতে পারেন। আমি কুমাতা নই। আমি ওঁকে সন্তান স্নেহেই বলেছি ওই কথা। তাতে উনি কী বললেন বা না বললেন, আমি তা নিয়ে ভাবি না।'

শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূলও। দলের তরফে বলা হয়, শুভেন্দু অধিকারী এভাবে না-ও বলতে পারতেন। চন্দ্রিমাদেবী স্নেহের বশেই এ কথা বলেছেন, সকলকেই বলেন। তা নিয়ে এই কড়া প্রতিক্রিয়ার দরকার ছিল না।

নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে গুজরাতের গান্ধীনগরে ২-৪ অগাস্ট, ২০২৩-এ জি-২০ মন্ত্রিস্তরীয় সম্মেলন

নতুন দিল্লি, ১ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গুজরাতের গান্ধীনগরে ২ থেকে ৪ অগাস্ট মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি জুবিন ইরানি। গান্ধীনগর হল এমন একটি শহর, যেখানে শতাব্দী প্রাচীন স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক প্রাচুর্যতার মেলবন্ধন দেখা যায়। গুজরাতের সবরমতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই শহর ঐতিহাসিক পরম্পরা, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প, শিল্পকলা, উৎসব, বড় বড় মন্দির এবং সংগ্রহালয়ের জন্য পরিচিত। এক উন্নত সভ্যতার ধারক-বাহক হল এই শহর। নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিপর্যায়ের এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অতিমারী থেকে মুক্তির চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হবে। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারীর নেতৃত্বে উন্নয়নের গতি কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনা এই সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পাবে। জি-২০ সদস্য দেশগুলির বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, আমন্ত্রিত দেশসমূহ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মিলিয়ে ১৫০ জনের বেশি প্রতিনিধি তিন দিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্ত্রিস্তরীয় সম্মেলনে ভিডিওর মাধ্যমে ভাষণ দেবেন।

সম্মেলনের আলোচনায় যে সব বিষয় অগ্রাধিকার পাবে, তার মধ্যে রয়েছে - নারীর ক্ষমতায়ন; নারীর শিল্পোদ্যোগ; তৃণমূল সহ সমস্ত স্তরে নারীকে নেতৃত্বের আসনে তুলে আনা; নারীকে ডিজিটাল দক্ষ করে তোলা। সম্মেলনের ফাঁকে মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সহায়তায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিবি), রাষ্ট্রসংঘ মহিলা এবং এনআইপিসিসিডি-র উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে নীতি নির্ধারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হবে। ২ ও ৩ অগাস্ট নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের উদ্যোগে 'ইন্ডিয়া@৭৫: নারীর অবদান' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্প, পুষ্টি ও খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা ও অর্থনীতি প্রভৃতি তুলে ধরা হবে। সম্মেলন উপলক্ষে গান, নাচ সহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ভারতের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। বাল ভবন-এর শিশুরাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে থাকছে স্থানীয় খাবারের ব্যবস্থাও। গুজরাটের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে প্রতিনিধিদের জন্য বিভিন্ন স্থান ভ্রমণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারীর উন্নয়ন থেকে নারীর নেতৃত্বে উন্নয়ন, এই মন্ত্রকে সামনে রেখে ভারত এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি দূরীকরণ এবং লিঙ্গ কখনও সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করতে পারে না, নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত জি-২০ মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে এই দুটি বার্তাই বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

২৬/১১-র থেকেও বড় হামলার তোড়জোড়, অল্পের জন্য রক্ষা পেল মুম্বাই! ভয়ানক ষড়যন্ত্র ফাঁস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাইয়ে ২৬/১১-র থেকেও বড় হামলার ছক কষছিল দুই জঙ্গি। ২৬/১১-র মতোই একসঙ্গে একাধিক জায়গায় এই হামলা চালানোর পরিকল্পনা থাকলেও এবার প্রযুক্তির সাহায্যে এই নাশকতা চালানোর ছক তৈরি করছিল তারা।এ ছাড়াও ভারতের অগ্রগতি থমকে দিতে জলবিদ্যুত প্রকল্পগুলিতেও হামলা চালানোর ছক কষা হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। কোলবা এলাকায় একাধিক ছবিও তুলেছিল দুই অভিযুক্ত। তাদের ল্যাপটপ থেকে পাওয়া তথ্য দেখে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ছক কনভয় নিয়ে চলাচলকারী ভিআইপি-রাও এই অভিযুক্তদের নজরে ছিলেন। সূত্রের দাবি, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই হামলার ছক কাটা হচ্ছিল। একদিক যেমন দুই অভিযুক্তই রেকি চালাচ্ছিল, তেমনই অন্যদের আইইডি-র মতো বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণও দিচ্ছিল তারা। যে জায়গা থেকে তাদের আটক করা হয়, সেখানে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক নথি এবং জিনিসও উদ্ধার করা হয়েছে।গত ১৮ জুলাই দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে পুণে এটিএস। রাজস্থানের একটি এনআইএ-এর মামলার সূত্র ধরে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। মহম্মদ ইমরান এবং মহম্মদ ইউনুস নামে ওই দুই অভিযুক্তকে পুণের ব্যস্ত কোঁঠরাড এলাকা থেকে ধরে এটিএস। এই দুই ধৃতই ইসলামিক স্টেট খোরসান প্রভিন্স বা আইকেএসপি-র শাখা সংগঠন সুফা-র হয়ে কাজ করত। এনআইএ মামলায় অভিযুক্ত ছিল তারা। এর পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রত্নাগিরি থেকে নাসারুদ্দিন কাজি নামে আরও একজনকে হেফাজতে নেয় পুণে এটিএস। ধৃত নাসারুদ্দিন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।পুণে এটিএস সূত্রের খবর, ইমরান এবং ইউনুস দু জনেই আইএস-এর হয়েও কাজ করে। হামলার জন্য তারা যে জায়গাগুলি বেছে নিয়েছিল সেগুলি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণই নয়, কৌশলগত ভাবেও অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ। ফলে এই জায়গাগুলিতে হামলা চালাতে পারলে তার ফলও হত মারাত্মক।

বুথের সিসিটিভি উধাও! কীসের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন বিডিও, প্রশ্ন বিচারপতির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের দিন বুথের সিসিটিভি উধাও হয়ে গেছে বলে অভিযোগ! বহরমপুরের দু'টি বুথে পুনর্নির্বাচন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্নের মুখে পড়েন স্থানীয় বিডিও।পুরো বিষয়টিই হলফনামা আকারে পরবর্তী শুনানিতে আদালতে জানাতে হবে বিডিওকে। সেইসঙ্গে বিচারপতি নির্দেশ দেন, এই মামলায় ওই বুথগুলির প্রিসাইডিং অফিসারকে যুক্ত করতে হবে। আগামী ৩০ অগস্ট এই মামলার শুনানি রয়েছে। সেইদিনের নির্দেশের ওপরই নির্ভর করবে পঞ্চায়েত বোর্ডের ভবিষ্যত। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল প্রতিটি বুথে সিসি ক্যামেরা বসাতে হবে। যদি কোনও বুথে সিসি ক্যামেরা বসানো সম্ভব না হয়, তবে সেই বুথে ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। প্রয়োজনে সব ফুটেজ সংগ্রহ করে রাখতে হবে। বিচারপতির প্রশ্ন, যদি ভোটের দিনের সিসিটিভি ফুটেজ নাই থাকে, তবে কীসের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন করা হল?' বহরমপুরের বেলডাঙা-২ ব্লকের কাশিপুর পঞ্চায়েতে দুটি বুথে পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিডিও। ভোটপর্ব মেটার পর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। আগামী ৮ অগস্ট সেখানে বোর্ড গঠন হওয়ার কথা। কিন্তু সেই বোর্ডের ভবিষ্যত ঝুলে রইল হাইকোর্টের রায়ের ওপর। বিডিওর বোর্ড গঠনের নির্দেশের পরই হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, নিয়ম না মেনেই বিডিও দুটি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারপর বোর্ড গঠনেরও নির্দেশ দেন, যা পুরোপুরি অনৈতিক। মঙ্গলবার বিচারপতি সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই সংশ্লিষ্ট বিডিওর থেকে বিচারপতি জানতে চান, 'দুই বুথে পুনর্নির্বাচন করা হয়েছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ যদি নাই থাকে, তবে কীসের ভিত্তিতে আপনি পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?'

২ পাতার পর

ইন্ডিয়া'র অনুরোধ উড়িয়ে মোদীর সঙ্গে এক মঞ্চে এনসিপি প্রধান শরদ, শুনলেন সাভারকর-স্তুতিও

একাংশ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পুণেয় 'লোকমান্য তিলক সম্পর্ক মন্দির ট্রাস্ট-এর ওই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন শরদের ভাইপো তথা এনসিপির বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা অজিত পওয়ারও।শুধু শিবসেনা (উদ্ধব) বা কংগ্রেসের মতো সহযোগী দল নয়, শরদপন্থী এনসিপি নেতৃত্বের একাংশও তাঁকে পুণায় না-যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি শরদপন্থী রাজ্যসভা সাংসদ বন্দনা চহ্বান বলেন, 'যিনি আমাদের দল ভাঙলেন এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন সেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমাদের দলীয় প্রধানের এক মঞ্চে বসাটা ব্যক্তিগত ভাবে ঠিক বলে মনে করি না। আমি পওয়ারজিকে অনুরোধ করেছি না যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন ওই অনুষ্ঠানে মোদীকে তিনিই আমন্ত্রণ করেছেন তিলক ট্রাস্টের অনুরোধে। সেটা অজিত পওয়ার দল ভাঙার আগের ঘটনা।'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১২ সংখ্যা ০২ আগস্ট, ২০২৩ বুধবার ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

হরিয়ানার নুহর সংঘর্ষের আঁচ এবার গুরুগ্রামে, ধর্মীয় স্লোগান তুলে হোটেল-দোকানে ভাঙচুর আগুন

হরিয়ানার পরিস্থিতি ক্রমশই সংকটজনক হচ্ছে। নুহর পর এবার সংঘর্ষের আগুন গুরুগ্রামে। সোমবার প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে নুহতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আগুন জ্বলেছিল। যার বলি ৪ জন। আহতের সংখ্যা ৭০। সেই সংঘর্ষের আগুন এবার গুরুগ্রামে। পাল্টা হিসেবে সেখানে ধর্মীয় স্লোগান তুলে একদল উত্তেজিত জনতা স্থানীয় একটি রেস্তোঁরা ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়।হরিয়ানার হিংসার ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। মেওয়াতেও গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানার স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ পাথর ছোঁড়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। তাদের যাত্রা নন্দ গ্রামে পৌঁছালেই অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ হামলা চালায়। শোভাযাত্রা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। তিনি আরও জানান আশেপাশের জেলা থেকে পুলিশ বাহিনী মেওয়াতে মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্যের মানুষের কাছে শান্তির আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন মনু মানেসার স্থানীয়দের বজরং দলের বের করা শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। তারপরই এলাকার মানুষ ক্ষেপে গিয়ে শোভাযাত্রাকেই টার্গেট করে। মানু মানসেরার বিরুদ্ধে দুটি হত্যার মামলা রয়েছে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নাসির ও জুনায়েদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার এফআইআরএর মানু মানেসারের নাম রয়েথে। হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলার একটি বোলেরোতে দুই জনের আরপোড়া দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই মানুর ক্ষেপে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।হামলা চালায় পরপর কয়েকটি দোকানে। প্রত্যদর্শীরা জানিয়েছে প্রায় ২০০ জনের একটি দল লাঠি, পাথর নিয়ে বিকেল ৪টের সময় বাদশাপুরে প্রবেশ করে। তারপরই তারা হামলা চালায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একের পর এক গাড়িতে ভাঙচুর চালায় ৫০-৬০ জনের একটি দল। রাস্তায় থাকা লোকেরাও এদের দ্বারা আক্রানত হয়। হিংসার কারণ বাদশাপুর বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় রয়েছে প্রবল আতঙ্ক। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ততপর। তবে এখনও আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে।গতকাল প্রবল হিংসার ছবি দেখেছে নুহ। সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। তারই জেরে প্রায় আড়াই হাজার মানুষকে একটি শিব মন্দিরে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে হয়। এই ঘটনার পরই রাতের দিকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গুরুগ্রাম। সেখানে সংঘর্ষের কারণে মৃত্যু হয়েছে এক ইমামের। এছাড়াই দুই হোমগার্ড ও একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনারই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট। কিন্তু তারপরেও এদিন বিকেলে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল বাদশাপুরে।

মণিপুরে ওসিকে সাসপেন্ডের প্রতিবাদে

থানায় তালা ঝোলাল মেইতেইরা

ইম্ফল: নিউজ সারাদিন : মণিপুরে অশান্তি বন্ধের কোনও নামগন্ধ নেই। দুই কুকি যুবতীকে নগ্ন করে ঘোরানোর ভাইরাল ভিডিয়োর জেরে থৌবাল জেলার নংপোক সেকমাই থানার ওসিকে সাসপেন্ড করেছিল বীরেন সিংয়ের সরকার। মঙ্গলবার ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে থানাতেই তালা ঝুলিয়ে দিল মেইতেই সম্প্রদায়ের মহিলারা। থৌবাল জেলার যে থানা এলাকায় ওই ন্যক্কাসরজনক ঘটনা ঘটেছিল সেই নংপোক সাকমেইয়ের ওসিকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন পুলিশ সুপার। আর ওই শাস্তির কথা জানতে পেরেই ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেন মেইতেই মহিলারা। শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে এদিন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এক পর্যায়ে থানায় তালা ঝুলিয়ে দেন। ওসির শাস্তি প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে ৭২ ঘন্টার সময়সীমা দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। শুধু থানায় তালা ঝুলিয়েই দেয়নি মেইতেই মহিলারা, ওসির শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলছেন। ওই বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে। অশান্তির আশঙ্কায় এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

গত ৩ মে থেকে কুকি বনাম মেইতেইদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর। পরের দিন ৪ মে মেইতেই অধ্যুষিত থৌবাল জেলায় দুই কুকি যুবতীকে নগ্ন করে ঘোরানো হয়। এমনকি একজনকে গণধর্ষণও করা হয়। দুই ন্যক্কারজনক ঘটনাই ক্যামেরায় দৃশ্যবন্দি করে রাখে উন্মত্ত জনতা। গত ২৭ জুলাই ওই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই গোটা দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। ভাইরাল ভিডিয়োকাণ্ডের দুই নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, পুলিশ আধিকারিকরাই তাঁদের উন্মত্ত জনতার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সমালোচনার মুখে পড়ে নড়েচড়ে বসে মণিপুরের বিজেপি সরকার। তড়িঘড়ি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা শুরু হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

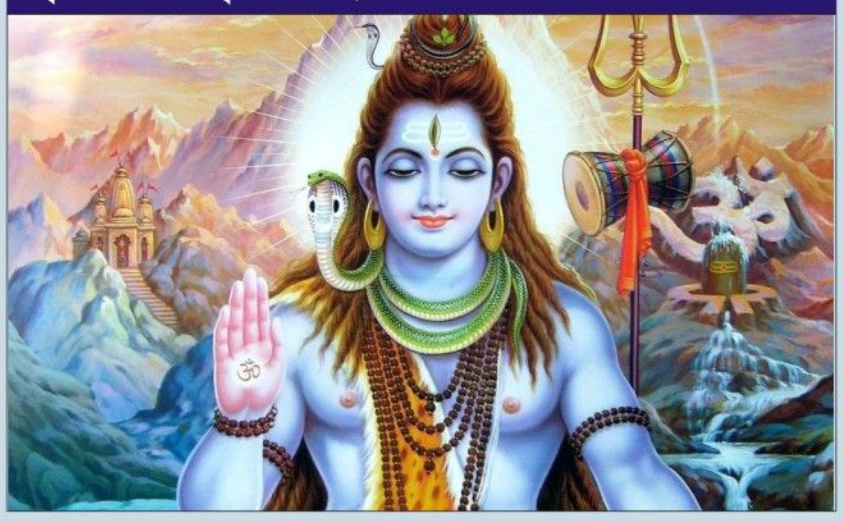

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

লাহা বাড়ি ইতিহাসের পিছনে জড়িয়ে রয়েছে ছোটবেলার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

সাল তখন ১১৮২ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ। বর্তমানে সেখানে মায়ের মন্দির অবস্থিত। যেটি প্রতিষ্ঠা হয় ১২০২ বঙ্গাব্দে বা ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। তবে পুজো শুরু করে ধর্মদাস লাহা পড়েন মহা অস্বস্তিতে। দুর্গাপূজায় বলি ছিল তখনকার দিনের প্রথা। আর ধর্মদাস লাহা ছিলেন গোঁসাই গুরুর শিষ্য। পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বাড়িতে শাক্ত মতে বলি হবে কি ভাবে? তাই বলি কি করে হবে এই ভেবে তিনি চললেন তাঁর গুরুর কাছে সাতবেড়িয়ার মোমিনপুরে। পথে পড়ে সাতবেড়িয়া খাল। পালকিতে করে যেতে যেতে সেখানে তিনি দেখা পান এক বৃদ্ধা রমনীর। বৃদ্ধা ধর্মদাসবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, "বাবা তুমি কোথায় যাবে? "তখন ধর্মদাসবাবু তাঁর সব কথা খুলে বলেন, "আমি কি করে যে বলি দিই? তাই আমি গুরুর বাড়ি যাচ্ছি" ।তখন ঐ বৃদ্ধা বলেন, "মা কি কোনো সন্তানের রক্ত চাইতে পারে? তবে তুই যা দেখ তোর গুরু কি বলে?" তারপর ধর্মদাসবাবু কিছুটা রাস্তা যাবার পর দ্বিধাগ্রস্ত হন ও তাঁর কিছু লোককে পাঠান ওই বৃদ্ধা রমনীর সন্ধান করতে। কিন্তু কেউ তাঁর আর সন্ধান পান না। তিনি যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তারপর ধর্মদাসবাবু গুরুর বাড়ি যান ও গুরুকে সমস্ত কথা বলেন। সব শুনে গুরুদেব বলেন, "মা নিজেই তোমাকে দেখা দিয়ে বিধান দিয়ে গেছেন"। সেই থেকে লাহাবাড়ির দুর্গাপূজাতে বলিপ্রথা নিষিদ্ধ। যা আজও মহাসমোরহে পালিত হয়ে চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের লাহা বাড়ির মাতৃ প্রতিমার চক্ষু দানের ঘটনাটি সম্ভবত ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঘটেছিল। এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেষ নয়, তিনি যেন কল্পতরু কাল্পনিক তার কথা দু-এক কলমে লেখা সম্ভব নয়, বিস্তারিত ভাবে লিখতে গেলে সম্পূর্ণ একটি ধর্মগ্রন্থ রূপ নিতে পারে।লোকশিক্ষক হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। গ্রাম্য বাংলায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে দেয় তাঁর উপদেশাবলি জনমানসে বিস্তার করেছিল ব্যাপক প্রভাব। ঈশ্বর-উপলব্ধিই তিনি মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, কাম ও অর্থই মানুষকে ঈশ্বরের পথ হতে বিচ্যুত করে; তাই "কাম-কাঞ্চন" বা "কামিনী-কাঞ্চন" ত্যাগের পথই তাঁর কাছে ছিল ঈশ্বরের পথ। জগতকে তিনি 'মায়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জগতের অন্ধকার শক্তি 'অবিদ্যা মায়া' (অর্থাৎ, কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি) মানুষকে চেতনার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনে। এই মায়া মানুষকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে। অন্যদিকে সৃষ্টির আলোকময় শক্তি 'বিদ্যা মায়া' (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক গুণাবলি, জ্ঞান, দয়া, শুদ্ধতা, প্রেম ও ভক্তি) মানুষকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্মমত অভ্যাস করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন সকল মতই একই ঈশ্বরের পথে মানুষকে চালিত করে। তিনি ঘোষণা করেন "যত্র জীব তত্র শিব" অর্থাৎ, যেখানেই জীবন, সেখানেই শিবের অধিষ্ঠান। "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা" - তাঁর এই উপদেশ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের পাথেয় হয়েছিল। 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে তাঁর ধর্মভাবনার মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এটিই।কলিযুগের প্রায় সাড়ে ৪০০ -৫০০ বছরের আগেকার ইতিহাস আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন পত্র পুস্তকের মাধ্যমে।মানুষ সবকিছু যেনো সর্বতোভাবে দিতে পারে না। ঠিক তেমনি ভগবানও সবকিছু সবাইকে দেয় না।একবার ভাবুন তো পৃথিবীর সব মানুষ যদি তার কাজ কর্ম ছেড়ে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হয়ে যায় তবে সমস্ত পৃথিবীর কি অবস্থা হবে? না থাকবে মানব সমাজ, না থাকবে ঈশ্বর কল্পনা করার কেউ।কিন্তু রামকৃষ্ণ তো এই আদর্শই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। শুধু সংসার ত্যাগ নয় মানুষের সেবামূলক পেশার উপর আঘাত করতে দ্বিধা-বোধ করেন নি।সেই সময় উদাহরণস্বরূপ দু'একটা কথা লিপিবদ্ধ করতে চাই - একদিন ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কাছে বলছিলেন,"ডাক্তার উকিল ও দালাল এদের ঈশ্বর লাভের পথে এগোন কঠিন।"

বিশেষ করে ডাক্তারদের প্রতি বললেন, "মনটা যদি ঔষধের ফোটায় পড়ে থাকে, তবে কি করে সে অসীম অনন্তকে চিন্তা করবে?"এটা শুনে রামকৃষ্ণের শিষ্য জনৈক নাগ মহাশয় ডাক্তারি ছাড়তে দৃঢ় সংকল্প হলেন এবং ঔষধের বাক্স বই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। বাহ! আদর্শের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ডাক্তারির মতো একটা বাস্তব মহত সমাজ সেবামূলক কাজ ছেড়ে যার অস্তিত্ব নেই তাকে খোজার মধ্যেই মহত্ব বেশী তাই না?অথচ ব্রাহ্ম সমাজকে তিনি অতি কৌশলে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে দ্বিধা-বোধ করেননি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তার শিশু কন্যার বিয়ে দিলে বাল্যবিবাহ বিরুধী ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেশব চন্দ্রের অনুরাগী তাকে ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয়।ব্রাহ্মসমাজ বিরোধী রামকৃষ্ণ সুযোগ বোঝে কেশবচন্দ্রের কার্যের সমর্থনে বললেন - "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাই এতে দোষ কি আছে? কেশব গৃহী, সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পিতার কর্তব্য পালন করেছে, এতে ধর্মের কোন হানি হয় নি।"বাহ! কি সুন্দর কথা। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু সব ভগবানের ইচ্ছা। অথচ উন্নত বিশ্বে আজ বাল্য বিবাহ নাই বলেই চলে, আর জন্ম যদি ভগবানের হাতেই থাকতো তবে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কিভাবে গ্রহণ করছি? নাকি উন্নত বিশ্বের দেশ থেকে ভগবান সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছেন? যাদের ধর্ম-পুরুষ ভেবে জনসাধারণ পূজা করে এরাই প্রগতি বিরুধী সমাজের বড় শত্রু।ব্রাহ্ম সমাজের বিরুধীতা করতে গিয়ে নারীকে গরু ছাগলের সাথে তুলনা করতে কার্পণ্য করেননি রামকৃষ্ণ।শিবনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ সম্পর্কে তিনি রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "স্ত্রী লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের সদস্যা ব্রাহ্মধর্ম হল একটি সামাজিক ও গাহস্থ্য ধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ নারীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে চায়। সুতরাং কামিনী ত্যাগের কঠোর আদর্শ আমরা বিশ্বাস করি না।"এর পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন "চারাগাছ নিয়ে মালী কি করে? ছাগল গরু থেকে বাঁচাবার জন্য বেড়া দেই। পরে চারাগাছ যখন বেড়ে ওঠে তখন আর বেড়া দেওয়ার দরকার হয় না। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও আমরা তাই করি।"শিবনাথ তাতে বলেছিলেন - "আমি আপনার মতো নারী জাতির কাজকে গরু ছাগলের মতো ধ্বংসাত্মক মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম ও সামাজিক অগ্রগতিতে তারা সহায় হতে পারে। রামকৃষ্ণের এক শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা ও বিবেকানন্দ বইতে তখনকার ধর্ম বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন -"পরমহংসদেব যখন জগৎ সমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্মবিপ্লব।"

জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন - "জড় হইতেই সমস্ত,জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড় ব্যতীত আর কিছু নাই।" ব্রাহ্ম সমাজ বলেন - "বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বর বাক্য নয়। এমন সময় পরমহংসদেব প্রচার করলেন "কোন ধর্ম কোন ধর্মের বিরোধী নয়। বাহ্য দৃষ্টিতেই বিরোধ কিন্তু সকল।ধর্মে ধর্মে বিরোধ আছে কি নেই? তা অন্তর্দৃষ্টি বাহ্য দৃষ্টি দুভাবে দেখলেই বোঝা যায়।

যাক এখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাচীন ভারত থেকে দেখে আসছি নানা সময় নানা যুক্তিবাদী মতবাদ আন্দোলনের আকার নিলেও তা পুরো সফল হতে পারে না। কোন না কোন ঈশ্বর সন্তান নামধারী ব্যক্তি এসে একে প্রতিহত করে দেয়। যেমন প্রাচীন ভারতে শঙ্কর বেদান্তের ভাব জোয়ারে বস্তুবাদ ধ্বংস হয় আর উনবিংশ শতকে ধর্ম-বিদ্রোহ প্রতিহত করে রামকৃষ্ণের ভাব জোয়ারে।কিন্তু এর কারণ কি? প্রথমত আমার মনে হয় বিভিন্ন সময়ের যুক্তিবাদী আন্দোলনগুলি একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে রয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছে এর সারমর্ম সঠিকভাবে পৌঁছায়নি।দ্বিতীয়ত আদিযুগ থেকে চলে আসা অলৌকিক চিন্তাধারাগুলি বংশ পরম্পরায় আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে রয়ে গেছে তাই একটু অলৌকিকতার সুড়সুড়ি পেলেই যুক্তির ধার না ধরেই জনশ্রুত সেই অলৌকিকতার নামধারী ব্যক্তিদের দিকেই ছুটতে থাকে। তবে আজ সময় এসেছে এটা ভেবে দেখার আমরা একটা সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিয়ে নিজের যুক্তি বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাব নাকি অলৌকিকতার ধ্বজাধারীদের আদর্শ মেনে অন্ধ থেকে যাব। অলৌকিক অন্ধকার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শৈশব জীবন যদি না জানতে পারি তাহলে আমরা কোন মতেই উপলব্ধি করতে পারব না ।তাই এই লেখার মধ্যে শৈশব কালের কথা তুলে ধরতে চাই আমার কলমে।রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ ১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬; পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়) ঊনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা উভয়েই বঙ্গীয় নবজাগরণের এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর হিন্দু নবজাগরণের অন্যতম পুরোধাব্যক্তিত্ব। তাঁর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

শাহরুখ খানের সঙ্গে নাচলেন এক হাজার নারী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৭ সেপ্টেম্বর হিন্দি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় একযোগে মুক্তি পাচ্ছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের সিনেমা 'জওয়ান'। 'জওয়ান' এর প্রথম গান 'জিন্দা বান্দা' খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে। এ গানটিতে ১ হাজারের বেশি নারী নৃত্যশিল্পী পারফর্ম করেছেন। আর এ গানের জন্য নির্মাতারা ১৫ কোটি রুপি ব্যয় করেছেন।

চেন্নাইয়ে বিশাল সেট নির্মাণ করে গানটির পাঁচ দিন শুটিং হয়েছে। চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ের ১ হাজারের বেশি নারী নৃত্যশিল্পী এতে পারফর্ম করেছেন। গানটিতে নারী নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে শাহরুখ খানকেও দেখা যাবে। মুক্তির আগেই মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করেছে 'জওয়ান'। শাহরুখ খানের ঘনিষ্ঠজন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, 'জওয়ান' সিনেমার ডিজিটাল সেটেলাইট এবং গানের স্বত্ব ২৫০ কোটি রুপিতে বিক্রি হয়েছে।

বক্সঅফিস ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'জওয়ান' সিনেমার গানের স্বত্ব কেনার জন্য অনেক কোম্পানি চেষ্টা করেছে। তবে ৩৬ কোটি রুপিতে সিনেমাটির গানের স্বত্ব কিনেছে টি-সিরিজ।

'জওয়ান' সিনেমা পরিচালনা করছেন তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় পরিচালক অ্যাটলি কুমার। এর মাধ্যমে প্রথমবার ভারতের দক্ষিণী নির্মাতার নির্দেশনায় কাজ করছেন শাহরুখ খান।

শাহরুখ খানের বিপরীতে আছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও অভিনয় করেছেন সানায়া মালহোত্রা, যোগী বাবু। একটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রিয়ামণি। অতিথি চরিত্রে হাজির হবেন দীপিকা পাড়ুকোন ও থালাপতি বিজয়ের মতো তারকা।

২২০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা প্রযোজনা করছে শাহরুখের প্রতিষ্ঠান রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট।

যে ছবি দিয়ে অভিষেক হয়েছিল শাহরুখের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জুলাই মাসের গোড়াতেই ৩০ বছরে পা ফেলেছেন বলিউড বাদশাহ শাখরুখ খান। পরিচালক কেতন মেহতার দাবি, তার 'মায়া মেমসাব' ছবিতেই শাহরুখ প্রথম অভিনয় করেছিলেন।

সোমবার সকালে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ছবির প্রথম ঝলক মুক্তি পেয়েছে। কেতনের পরিচালনায় যখন 'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং চলছিল, তখন অভিনেতা মানসিকভাবে খানিকটা ভেঙে পড়েছিলেন। মনের জোরে কোনও রকমে ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেন তিনি। এমনটাই জানান কেতন।

'মায়া মেমসাব' ছবির মাধ্যমেই বড় পর্দায় প্রথম অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ। কিন্তু অজানা কারণে এই ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যায়। 'মায়া মেমসাব' মুক্তির আগেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় শাহরুখের ছবি 'দিওয়ানা'।

'দিওয়ানা' মুক্তির পর 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান', 'চমৎকার', 'দিল আশনা হ্যায়'র মতো শাহরুখের একাধিক ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর অবশেষে মুক্তি পায় 'মায়া মেমসাব', অথচ এই ছবিটিই শাহরুখের অভিনয় করা প্রথম ছবি।

১৯৯৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'মায়া মেমসাব' ছবিটি। এই ছবিতে শাহরুখের পাশাপাশি রাজ বাব্বর, ফারুখ শেখ, পরেশ রাওয়ালের মতো তারকারা অভিনয় করেছিলেন।

'মায়া মেমসাব' ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন দীপা শাহি। এই ছবিতে শাহরুখ এবং দীপা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন। প্রথম ছবিতে এমন দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন বলে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

তবে সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ের পরেও বড় পর্দায় শাহরুখ এবং দীপার সম্পর্কের রসায়ন দর্শকের মন ছুঁয়েছিল। কিন্তু 'মায়া মেমসাব' ছবিতে শুটিংয়ের সময় শাহরুখের ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল বলে জানান কেতন।

কেতন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং হয়েছিল শিমলায়। মুম্বাই থেকে কর্মীদলের সদস্যরা পৌঁছে গিয়েছিলেন শিমলায়। 'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং চলার সময় শাহরুখের মা অসুস্থ ছিলেন বলে জানান ছবির পরিচালক কেতন। পরিচালকসহ কর্মীদলের কয়েক জন সদস্য মনে করেছিলেন, মায়ের অসুস্থতার কারণে শাহরুখ এতটাই ভেঙে পড়বেন যে, শুটিংয়ের জন্য শিমলা যেতে পারবেন না।

কিন্তু পরিস্থিতি সামলে শুটিংয়ের জন্য হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ। অভিনয়ের প্রতি নিজেকে যেন নিবেদন করে দিয়েছিলেন তিনি। কেতনের দাবি, অভিনয়কে ভাল না বাসলে এই অবস্থায় কেউ শুটিং করতে পারেন না।

কেতন আরও জানান, তিনি 'মায়া মেমসাব' ছবির জন্য নতুন মুখ চাইছিলেন। ১৯৮৯ সালে সম্প্রচারিত 'সার্কাস' ধারাবাহিকে শাহরুখের অভিনয় সবার নজর কেড়েছিল। এই ধারাবাহিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আজিজ মির্জা।

'সার্কাস' ধারাবাহিকের নির্মাতা আজিজ এবং সাইদ মির্জাকে আগে থেকে চিনতেন কেতন। ছবির জন্য কেতন নতুন মুখের সন্ধানে রয়েছেন জেনে আজিজ এবং সাইদ দু'জনেই শাহরুখের সঙ্গে কেতনকে দেখা করতে বলেন।

প্রথম দেখাতেই শাহরুখকে পছন্দ হয়ে যায় কেতনের। সাক্ষাৎকারে কেতন বলেন, শাহরুখকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি প্রতিভাবান। যেহেতু এই ছবিতে তিনি প্রথম কাজ করেছিলেন, তাই নিজের সবচেয়ে ভাল পারফরম্যান্স দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

প্রেমিকের পোশাকে বিমানবন্দরে রাশমিকা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা, ভারতের দক্ষিণী সিনেমা জগতের চর্চিত যুগল। দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলিউড, সর্বত্রই চর্চিত তাদের প্রেমের খবর। জনসমক্ষে কখনও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ না খুললেও প্রায় [ওপেন সিক্রেট' হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সম্পর্ক। করন জোহরের কফি কাউচ থেকে মালদ্বীপের রিসোর্ট - নিজেদের প্রেমের রঙে ভরিয়েছেন এই যুগল। এমনকি, একাধিকবার একে অপরের পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন। অনুরাগীদের অন্যতম প্রিয় জুটি তারা। একাধিকবার তাদের বিচ্ছেদের জল্পনা মাথাচাড়া দিলেও ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, একে অপরের সঙ্গে খুব ভাল আছেন তারা। সম্প্রতি সেই প্রমাণ মিলল আরও একবার। বিমানবন্দরে চর্চিত প্রেমিকের পোশাকে দেখা গেল রাশমিকাকে।

মুখে একরাশ হাসি, এলোমেলো চুল বাঁধা একটি খোঁপায়। কার্গো ট্রাউজার্সের সঙ্গে সাদা রঙের একটি ক্রপ টপ পরেছিলেন রাশমিকা। তার উপরে কালো রঙের একটি চেক শার্ট। বিমানবন্দরে এমন পোশাকেই সম্প্রতি দেখা গেছে রাশমিকাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় সেই ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই রাশমিকার পরনের ওই শার্ট দেখেই উৎসাহ বেড়ে যায় অনুরাগীদের। এ তো বিজয় দেবেরাকোন্ডার শার্ট। এই শার্টেই দিন কয়েক আগেও দেখা মিলেছিল অভিনেতার। চর্চিত প্রেমিকের পোশাক পরেই কি তবে বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাশমিকা? জনসমক্ষে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কথা না বললেও পরোক্ষভাবেই কি সেই জল্পনা উস্কে দিলেন নায়িকা? কৌতূহল চর্চিত জুটির অনুরাগীদের।

চলতি বছরের প্রথম দিকেই দুবাইয়ে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল বিজয় ও রাশমিকাকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজয়ের পরিবারের সদস্যরাও। জানা যায়, নিজের জন্মদিনও বিজয়ের বাড়িতেই নাকি উদযাপন করেছিলেন 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' খ্যাত অভিনেত্রী। মাসখানেক আগে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটি ক্যাফেতেও দেখা যায় চর্চিত এই যুগলকে।

জবাব দিলেন জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২১ জুলাই মুক্তি পেয়েছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'বাওয়াল'। দেখা যাচ্ছে প্রাইম ভিডিয়োতে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন জাহ্নবী কাপুর ও বরুণ ধাওয়ানও। তবে ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্কের ঝড়। ট্রেলার দেখে প্রথমটায় অনেকেই মনে করেছিলেন যে পরিচালক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বুঝি প্রেমকাহিনী বুনেছেন। তবে সিনেমা দেখে বোঝা গেল মোটেই তা নয়।

বাওয়ালের একটি দৃশ্যে সম্পর্কে তুলনা করা হয়েছে নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে। যা অনেক নেটনাগরিকই মনে করেছেন 'অমানবিক'। জাহ্নবীর মুখে ব্যবহার করা ডায়লগটি হলো, 'সব সম্পর্কের নিজের মতো করে অসউইজের মধ্য দিয়ে যায়, তারপরই সম্পর্কের আসল মানে বুঝতে পারে মানুষ।'

বলে রাখি, অসউইজ হলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, যেখানে জিউদের রেখে হিটলারের সৈনিকরা অমানবিক অত্যাচার চালাত। গ্যাস চেম্বার থেকে কত কিছুই না আছে ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়ে।

নেট-নাগরিকদের প্রশ্ন, কীভাবে একটা সম্পর্ক নাৎসিদের ভয়ংকর অত্যাচারের সমকক্ষ হতে পারে। তবে এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন জাহ্নবী।

শ্রীদেবী-কন্যা বলেন, 'আমি একজনকে চিনি, তিনি আইভি লীগ ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক এবং তিনি একজন ইজরায়েলি। তার পূর্বপুরুষরা দুর্ভাগ্যবশত হলোকাস্টে প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি ছবিটি দেখেছিলেন এবং এটি তাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি সেই বার্তাটি বুঝতে পেরেছেন যা আমরা সিনেমার মাধ্যমে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের ছবির সংলাপ নিয়ে একবারও বিরক্তি প্রকাশ করেননি।'

রিয়ালের দুই নতুনে

হারল ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এখন পর্যন্ত গ্রীষ্মের দলবদলের বাজারের সবচেয়ে বড় সাইনিং জুড বেলিংহ্যাম। শত মিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসের সবচেয়ে দামী ফুটবলার তিনি। নামের প্রতি সুবিচারও শুরু করেছেন ইংলিশ তরুণ। প্রাক মৌসুমের প্রথম ম্যাচে আলো ছড়িয়েছেন। দ্বিতীয় ম্যাচেই পেয়ে গেছেন গোলের দেখা। তার সঙ্গে গোল করেছেন মৌসুমের নিউ সাইনিং জোসেলু। এখন পর্যন্ত করিম বেনজেমার বিকল্প স্ট্রাইকার স্পেনের এই জোসেলু। জুডের শুরুর ও জোসেলুর শেষের গোলে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২

-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ৬ মিনিটে গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম। তাকে লম্বা করে পাস দেন রিয়ালের জার্মান ডিফেন্ডার অ্যান্তোনিও রুডিগার। এরপর ৮৯ মিনিটে গোল করেন বদলি নামা স্ট্রাইকার জোসেলু। তার গোলের কারিগর স্প্যানিশ ফুলব্যাক লুকাস ভাসকেস। এই জয়ে প্রাক মৌসুমে ভালোর ইঙ্গিত দিল রিয়াল মাদ্রিদ। এর আগে এসি মিলানের বিপক্ষে জিতেছে তারা। অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা ক্লাব ছাড়লেও ব্লাঙ্কোসরা যে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত কার্লো আনচেলত্তি ও তার দল সেটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছে। সঙ্গে বার্তা দিয়েছে- এমবাপ্পে আসলে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে। অন্যদিকে সেরা দল গড়া ও ছন্দ পাওয়া থেকে এখনও বেশ দূরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ওয়েলসের ক্লাব রেক্সহ্যামের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরেছে রেড ডেলিভসরা। এবার প্রাক মৌসুমে রিয়ালের কাছে হারে চিন্তা বাড়লো দলটির কোচ এরিক টেন হাগের কপালে। রক্ষণ-মিডফিল্ড থেকে ফ্রন্ট লাইন; আরও কিছু খেলোয়াড় দরকার রেড ডেভিলসদের।

অনুশীলনের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত

বাস্কেটবল কিংবদন্তি লেব্রন জেমসের ছেলে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাইকেল জর্ডান পরবর্তী বাস্কেটবল দুনিয়ার অন্যতম বড় তারকা নিঃসন্দেহে লেব্রন জেমস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বাস্কেটবল খেলা দেশগুলোতে তার জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে। সেই কিংবদন্তি বাস্কেটবলার লেব্রন জেমসের ছেলে ব্রনি জেমস হঠাৎ করেই আক্রান্ত হন হৃদরোগে। আশঙ্কার মেঘ তখন জমতে শুরু করে লেব্রন ভক্তদের মনে। ঘটনাচক্রে ১৮ বছর বয়সী ব্রনি জেমস নিজেও একজন বাস্কেটবলার। হঠাৎ করেই তার বিষয়ে এমন একটি খবর আসায় ঘাবড়ে যান অনেকেই। তবে এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই সবার মনে ফেরে স্বস্তি। কেটে যায় আশঙ্কার মেঘ। জানানো হয়, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন ব্রনি জেমস।

ব্রনি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর আসার পরই কালবিলম্ব না করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তিনি আপাতত স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন বলেই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে তার দলের এক অনুশীলন সেশনে যোগ দিয়েছিলেন ব্রনি। সেখানেই দলের সকলের সঙ্গে মিলে অনুশীলন করছিলেন। বেশ হাসিখুশিও ছিলেন তিনি। কোথাও কোনও অসুবিধার কথা কিছু বোঝা যায়নি। এরপর অনুশীলন করতে করতেই বুকে প্রথমে ব্যথা অনুভব করেন ব্রনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

লেব্রন জেমস এবং তার স্ত্রী সাবানা জেমসের পক্ষ থেকে পরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন, "আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি। জেমস পরিবার আপনাদের কাছে এই আবেদন রাখছে। আমরা মিডিয়াকে কোনও রকম কোনও খবর পেলেই সেই বিষয়ে আপডেট দেব।"

পাশাপাশি তারা ইউএসসি মেডিকেল এবং অ্যাথলেটিক স্টাফদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ক্রীড়াবিদদের প্রতি তাদের অসাধারণ সার্ভিস নিষ্ঠার সঙ্গেপ্রদর্শনের কারণে।

প্রসঙ্গত, মে মাসেই ব্রনি জেমস জানিয়েছিলেন- তিনি কলেজ বাস্কেটবল খেলবেন। ট্রোজানের হয়ে এই মৌসুমে খেলবেন তিনি।

হারমানপ্রীতের শাস্তি নিয়ে

এবার মুখ খুললেন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য আগামী দু'টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ভারতীয় নারী দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরকে। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের দু'টি ধারা ভেঙে এ শাস্তি পাচ্ছেন হারমানপ্রীত। বাংলাদেশের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচে আউট হওয়ার পর আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, রাগে স্ট্যাম্প ভেঙে ফেলা, ম্যাচ শেষে আম্পায়ার এবং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দল নিয়ে কটাক্ষ করে নানা বিতর্কের জন্ম দেন হারমানপ্রীত। এই অপরাধে ম্যাচ ফি'র ৭৫ ভাগ জরিমানা করার পাশাপাশি ৪টি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত করা হয় তার নামে। যার অর্থ, দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ ভারতীয় নারী দলের অধিনায়ক। এশিয়ান গেমসের প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার।

মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যে আচরণ প্রদর্শণ করেছেন হারমানপ্রীত, তাতে তার সমালোচনায় এখন পুরো ক্রিকেট দুনিয়া। নিজ দেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে সমালোচনার শিকার তিনি। তার এমন উদ্ধত এবং বাজে আচরণকে মেনে নিতে পারছে না কেউ।

এ নিয়ে এবার মুখ খুললেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। সামা টিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেন, 'এটা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, এর আগেও আমরা ক্রিকেটে এ ধরনের বিষয় দেখেছি। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে নারী ক্রিকেটে এমন খুব একটা দেখা যায় না। হারমানপ্রীতের এ ঘটনাটা একটা বড় ঘটনা। আইসিসির অধীনে এটা একটা বড় টুর্নামেন্ট। শাস্তি দিয়ে আইসিসি ঠিক করেছে। আগামীতে এটা উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে। ক্রিকেটে আক্রমণাত্মক হওয়া যায়; কিন্তু নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই ঘটনা একটু অতিরিক্ত হয়ে গেছে।'

ওসিমহেনের দলবদলের

চাবি এমবাপ্পের হাতে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত মৌসুম চলাকালীন মনে হয়েছিল, গ্রীষ্মের দলবদলের বাজার গরম করবেন ভিক্টর ওসিমহেন। হ্যারি কেন মৌসুমের মধ্যে ক্লাব ছাড়তে চাওয়ায় তিনিও ছিলেন আলোচনায়। লিওনেল মেসি ও নেইমার জুনিয়রকে নিয়ে গুঞ্জন ছিল। রান্দাল কোলো মুয়ানি ছিলেন বড় বড় ক্লাবের নজরে। অথচ দলবদলের বাজারটা এখন পর্যন্ত গরম করেছেন লিওনেল মেসি ও করিম বেনজেমা। দু'জনই ইউরোপ ছেড়ে অন্য লিগে চলে গেছেন। তাদের পরে বাজার গরম করে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তিনি পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। আসন্ন মৌসুমে নতুন ক্লাবে দেখা যাবে তাকে। ওই তুলনায় নাপোলিকে সিরি আ' শিরোপা এনে দেওয়া ভিক্টর ওসিমহেন কম আলোচনায়। কোলো মুয়ানিও সেভাবে বাজার গরম করতে পারেননি। তবে সংবাদ মাধ্যমের মতে, ওসিমহেনের দলবদলের চাবি এমবাপ্পের হাতে। ফ্রান্স স্ট্রাইকারকে বিক্রি করতে পারলেই পিএসজি নতুন স্ট্রাইকার কেনায় পূর্ণ মনোযোগ দেবে। দলবদলের বাজারে এখন সবচেয়ে দামী ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। সৌদি ক্লাব আল হিলাল মাত্র এক বছরের জন্য তাকে ৩০০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কেনার প্রস্তাব করেছে। যেকোন দলের জন্য ২০০ মিলিয়নের কমে তাকে পাওয়া কঠিন হবে। এরপর দামী ওসিমহেন। তাকে কিনতে ১৫০-২০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম গোল। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর মধ্যে ২০০ মিলিয়ন ইউরো বা কাছাকাছি মূল্যে ওসিমহেনকে কেনার সামর্থ্য কেবল পিএসজি, রিয়াল মাদ্রিদ এবং নিউক্যাসল ইউনাইটেডের আছে। এর মধ্যে রিয়াল এমবাপ্পের লাইনে আছে। এমবাপ্পের চলে যাওয়া নিশ্চিত হলেই কেবল পিএসজি নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ওসিমহেনকে কেনার আলোচনা শুরু করতে চায়। এমবাপ্পেকে বিক্রির অর্থ দিয়ে সহজে তারা ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ওসিমহেনকে কিনতে পারবে। সঙ্গে মুয়ানি বা ডুসন ভ্লহোভিকে আগ্রহ দেখাতে পারে ক্লাবটি। মেসির মোটা অঙ্কের বেতন থেকে মুক্তি পেয়েছে পিএসজি। এমবাপ্পে চলে গেলে তার বেতনের অর্থও বাঁচবে। ওই অর্থ দিয়ে ডুসন কিংবা মুয়ানিকে কিনে বেতনের হিসাব মেলানোও কঠিন হবে না লা প্যারিসিয়ানদের।

১০০ ক্লাবের জালে মেসির গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক ম্যাচেই দৃষ্টিনন্দন ফ্রি-কিকে জয় এনে দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এবার নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আগের পারফরম্যান্সকেও ছাড়িয়ে গেলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তার নৈপুণ্যে লিগ কাপে টানা দ্বিতীয় জয় পেল মায়ামি।

বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। মেসির জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্টে আটলান্টা ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মায়ামি।

আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলের মধ্য দিয়ে অফিশিয়াল ম্যাচে এ নিয়ে ১০০টি ক্লাবের বিপক্ষে গোল করলেন মেসি। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক টুইটার অ্যাকাউন্ট 'অপটা হাভিয়ের' জানিয়েছে, মোট ২৩টি দেশের ১০০টি আলাদা ক্লাবের বিপক্ষে গোল করলেন আর্জেন্টাইন তারকা।

দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল এবং সেখানকার ফুটবলারদের পরিসংখ্যানভিত্তিক টুইটার অ্যাকাউন্ট 'সুদাঅ্যানালিটিকস'-এর হিসাবে অফিশিয়াল ম্যাচে ১১৫টি আলাদা আলাদা ক্লাবের মুখোমুখি হয়ে ১০০টি ক্লাবের বিপক্ষে গোল পেয়েছেন মেসি। ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই ইন্টার মায়ামিকে লিড এনে দেন লিওনেল মেসি। মাঝমাঠ থেকে বুসকেটসের বাড়ানো বল ধরে একক প্রচেষ্টায় গোল করেন তিনি। এটি ছিল মায়ামির হয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গোল। গোল পেয়ে খেলার ধার আরও বেড়ে যায় মায়ামির। যার ফল ম্যাচের ২২ মিনিটে ধরা দেয়। মাঝমাঠ থেকে বল টেনে বাঁ দিক দিয়ে ফাঁকায় থাকা রবার্ট টেলরকে পাস দেন মেসি। টেলর প্রতিপক্ষের ডি বক্সে ঢুকে ব্যাকপাসে মেসিকে দিলে সেখান থেকে দলের লিড দ্বিগুণ করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

বিরতির আগে গোলের দেখা পান রবার্ট টেলর। মিডফিল্ডার বেঞ্জামিন ক্রেমাচির কাছ থেকে বল পেয়ে ম্যাচের ৪৪ মিনিটে দলের লিড আরও বাড়ান রবার্ট টেলর। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মায়ামি।

বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৫৩ মিনিটের সময় দলের লিড ৪ এ উন্নীত করেন টেলর। কাউন্টার অ্যাটাকে নিজেদের হাফ বল ধরে প্রতিপক্ষে ডিফেন্স ভেঙে টেলরকে পাস দেন মেসি। সেখান থেকে গোল করতে ভুল হয়নি তার। ম্যাচের ৭৮ মিনিটের সময় মেসিকে উঠিয়ে নেন কোচ টাটা মার্টিনো। এর চার মিনিট পর ৮২ মিনিটের সময় আরেক গোলদাতা টেলরকেও উঠিয়ে নেন কোচ। ম্যাচে তখন শেষের দিকে। কিন্তু ৮৪ মিনিটে নিজেদের ডি বক্সে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে টেনে ফেলে দিলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ক্রিস্টফার ম্যাকভি। কিন্তু সেখান থেকে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন থিয়াগো আলমাদা। তার নেওয়া শট বাঁ দিকে ঝাপিয়ে আটকে দেন মায়ামি গোলরক্ষক। শেষ দিকে আর কোনো গোল না হওয়ায় ৪-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

প্যারিসে আসছে আল হিলালের প্রতিনিধি দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপ্পেকে কেনার জন্য ৩০০ মিলিয়ন ইউরোর চোখ কপালে তোলা প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। ওই প্রস্তাব পিএসজি গ্রহণও করেছে। এমবাপ্পেকে মাত্র এক বছরের জন্য চুক্তি করতে চায় সৌদির ক্লাবটি। ওই এক বছর শেষে ইচ্ছে করলে স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারবেন তিনি। এমন কথা বলেছে আল হিলাল। ওই এক বছরের জন্য এমবাপ্পেকে ২০০ মিলিয়ন ইউরো বেতন দিতে চেয়েছে আরব দেশের ক্লাবটি। বাণিজ্যিক চুক্তি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে। যে চুক্তি থেকে ৭০০ মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত আয় হতে পারে এমবাপ্পের। কিন্তু ফ্রান্স স্ট্রাইকার এমবাপ্পে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। তারপরও এমবাপ্পে ও তার এজেন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে চলতি সপ্তাহে প্যারিসে আসছে আল হিলালের প্রতিনিধি দল। তারা চুক্তির শর্ত ও বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলতে চান পিএসজি স্ট্রাইকারকে। পিএসজি অবশ্য এমবাপ্পেকে কড়া বার্তা দিয়েছে। চুক্তি নবায়ন না করলে যারা সেরা প্রস্তাব দেবে সেখানেই তাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে। সৌদি ক্লাবের চেয়ে বেশি দামের প্রস্তাব দেবে না কোন ক্লাব। পাল্টা দিয়েছেন এমবাপ্পেও। তিনি বলে দিয়েছেন, প্রয়োজনে আগামী মৌসুম পিএসজির বেঞ্চে বসে থাকবেন তাও আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি করবেন না। এমবাপ্পে যদি আল হিলালে এক বছরের চুক্তি করে তাহলে ২০২৪ মৌসুম শেষে ফ্রিতে রিয়াল মাদ্রিদ তাকে পেতে পারে। ১৫০-২০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ না করে ওই চুক্তির শর্তে রিয়ালের রাজি হয়ে যাওয়াই তাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্প্যানিশ ক্লাবটি কোন ঝুঁকি চায় না। আগস্টে মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই এমবাপ্পেকে দলে নিতে চায় তারা।

অলিম্পিকে আমন্ত্রণ পায়নি রাশিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের ২৬ জুলাই থেকে শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। তার এক বছর আগে গতকাল (২৬ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যদেশগুলোকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। তবে রাশিয়া ও বেলারুশকে চিঠি দেয়নি আইওসি। এএফপি জানিয়েছে, আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ ২০৩টি দেশকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ইউক্রেনে হামলা চালানো রাশিয়া ও দেশটির সহযোগি বেলারুশ নেই। এ ছাড়া সদস্যপদ স্থগিত থাকায় মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়েতেমালাও আমন্ত্রণ পায়নি। রাশিয়া ও বেলারুশকে যে প্যারিস অলিম্পিকে ডাকা হবে না, সেটি জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে জানিয়েছিল আইওসি। তবে রাষ্ট্র অংশ নিতে না পারলেও দেশ দুটির ক্রীড়াবিদদের জন্য অলিম্পিকের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। রাশিয়া ও বেলারুশের ক্রীড়াবিদেরা অলিম্পিক পতাকার অধীনে খেলতে পারবেন।

প্যারিস অলিম্পিকের মাধ্যমে ১২ বছর পর ইউরোপে ফিরছে অলিম্পিক। সর্বশেষ ২০১২ অলিম্পিক হয়েছিল লন্ডনে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR